LECTURE NOTE FOR SEM -4 SANSKRIT HONS STUDENTS

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-30-5-20

PAPER-CC-10

TOPIC-WORLD AND SANSKRIT LITERATURE

(JOHAN GEORG BUHLER)

য়োহান্ গেঅর্গ ব্যুল্যর(১৮১৭-১৮৯৮)

১৮৩৭ খ্রী. ১৯শে জুলাই জার্মানির হ্যানোভার প্রদেশ বোরস্টেল নামক গ্রামে য়োহান্ গেঅর্গ ব্যুল্যর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন গ্রাম্য ধর্মযাজক ছিলেন। হ্যানোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তিনি ১৮৫০ খ্রী. গেটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ কররেন। ১৮৫৮ খ্রী. প্রাচ্য ভাষা ও প্রত্নতত্ত্বের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি 'ডক্টরেট' ডিগ্রী লাভ করেন। গেটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যুল্যরের সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন থিওডোর বেন্‌ফি। বেন্‌ফির আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তাঁর এই মেধাবী ছাত্রটিকে সংস্কৃত চর্চায় দীক্ষা দান করানো। তিনি ব্যুল্যরকে বলেন যে ভাষাতত্ত্বের অঙ্গ হিসাবে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করলে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষা অখন্ড মনোযোগের সহিত পাঠ প্রয়োজন। এইভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করলে বৈদিক সাহিত্যে প্রবেশ সহজ হতে পারে। ব্যুল্যরের সহিত বেন্‌ফির সম্পর্ক ছিল ভারতীয় গুরু শিষ্যের মত। গুরুর কথা মত ব্যুল্যর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করে ভালোভাবে সংস্কৃত অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে প্যারী, লন্ডন ও অক্সফোর্ডে গমন করেন। এই স্থানগুলির পুঁথি সংগ্রহশালায় তিনি সংস্কৃত পুঁথি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুঁথিগুলির অনুলিপি প্রস্তুত করতেন ও একই বিষয়ে পাঠভেদ মিলিয়ে নিতেন। লন্ডনে সংস্কৃত অধ্যয়নকালে পন্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্সমুলার, গোল্ডস্টুকার প্রমুখের সহিত তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই সময়ে তিনি ম্যাক্সমুলারের অনুরোধে তিনি তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের নির্ঘন্ট প্রস্তুত করে দেন।

ব্যুল্যর সংস্কৃত তথা ভারতত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করলেও অন্তরে তিনি তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। তিনি অনুভব করেছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশ করতে হলে ভারতভূমিতে বসে ঋষি বংশধর ভারতীয় পন্ডিতদের নিকট সংস্কৃত পাঠ না করলে চলবে না। তাই ম্যুল্যর ম্যাক্সমুলারের সহায়তায় ১৮৬৩ খ্রী. বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন কলেজের প্রাচ্য বিদ্যার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। অচিরলকালের মধ্যেই ব্যুল্যরের সংস্কৃত অধ্যাপনার ও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সরকারী শিক্ষাবিভাগ তাঁকে শিক্ষাবিস্তারের বৃহত্তর স্বার্থে উত্তরাঞ্চলের শিক্ষা পরিদর্শক, পুনার

সংস্কৃত শিক্ষাপর্যদের অধ্যক্ষ , সরকারী পুঁথি সংগ্রহাধিকারিক প্রভৃতি পদে নিযুক্ত করেন। শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শকরূপে ব্যুল্যর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। ব্যুল্যরের এই কর্মভার গ্রহণের সময় গুজরাট অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৩০ টি । অচিরকালের মধ্যেই সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১৭৬৩ টি। ব্যুল্যরে অক্লান্ত চেষ্টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ভারতে বসবাসকালে ব্যুল্যরের জীবনে শ্রেষ্ঠ কীর্তী হল প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ। ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যদি ব্যুল্যরের কোনো দানও না থাকে তাহলেও কেবলমাত্র পূঁথি সংগ্রাহক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। ১৮৬৩-১৮৬৬ খ্রী. মধ্যে ব্যুল্যর তাঁর নিজের চেষ্টায় ও অর্থ দ্বারা ৩০০ পুঁথি সংগ্রহ করেন। ১৮৮৮ খ্রী. এই পুঁথিগুলি তিনি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে দান করেন। ১৮৬৬-১৮৮৮ খ্রী. পর্যন্ত বোম্বাই গভর্নমেন্টের ভারপ্রাপ্ত হয়ে তিনি মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চল ও মহীশূরের পূর্ব অঞ্চল থেকে ৪০০ সংস্কৃ পুঁথি সংগ্রহ করেন । এগুলি এলফিনস্টোন কলেজে রক্ষিত হয়। ১৮৬৮-১৮৮০ খ্রী. মধে তিনি প্রায় আরও তিন হাজার সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন। এইরূপে ভারতে অবস্থানকালে তাঁর আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। এই পুঁথিগুলি এক বিরাট অংশ আজ অনাবিষ্কৃত।

ভারতবাসীকে ব্যুল্যর অত্যন্ত সম্ভ্রম ও প্রীতীর চোখে দেখতেন। ভারতের অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষা তিনি খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ব্যুল্যরের সরল ও সহৃদয় ব্যবহার, ন্যায়পরায়ণতা ও দেশভাষাজ্ঞান তাঁর পুঁথি সংগ্রহকার্যে বিশেষ সহায়তা করেছিল। যজুঃ ও অথর্ববেদের কাশ্মীরীয় সংস্করণ এবং শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধারের গৌরব একান্তভাবে ব্যুল্যরেরই প্রাপ্য। ব্যুল্যর কর্তৃক সংগৃহীত ৫০০ পুঁথি বার্লিনে পাঠানো হয়েছিল। এই পুঁথিগুলি অবলম্বন করে বার্লিনে বেবর, ক্ল্যাট, য়্যাকোবি প্রমুখ পন্ডিতেরা জৈন ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করে অক্ষয় কীর্তী লাভ করেন।

পরে আরও সংযোজিত হবে